যুগান্তর

তারিখ: 12 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৬

কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষক ও শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষক সংগঠন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, 'শিক্ষক সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য উৎসাহিত করা হবে।' লক্ষণীয়, শিক্ষকদের উন্নয়নে শিক্ষক সংগঠনগুলোর ভূমিকা পালনের বিষয়কে মেনে নেয়া হলেও শিক্ষার উন্নয়নে বা মান বৃদ্ধিতে শিক্ষক সংগঠনগুলো কী করতে পারে বা সেগুলোর কী করা উচিত তার উল্লেখ নেই। যদিও উন্নত ও কম উন্নত বিভিন্ন দেশে শিক্ষক সংগঠন বা সমিতিগুলো তাদের কার্যক্রম পেশাগত দাবি উচ্চারণ বা অর্জনের মধ্যে সীমিত না রেখে পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন গ্রহণ করে থাকে, তেমনি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একদিকে শিক্ষা কম গুরুত্ব পেতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে তা কমতে শুরু করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে হাতেগোনা যে গোটা দু'-তিনেক সংগঠন তখন ছিল, তাদের শিক্ষা কর্মসূচি বলে কিছু ছিল না। সাংগঠনিক কার্যক্রমের ব্যাপকতাও ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০১০ পর্যন্ত যত শিক্ষানীতি, শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি হয়েছে তার প্রতিটিতেই শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়।

বর্তমানেও সাধারণভাবে সরকার, নীতিপ্রণেতা, অভিভাবকদের কাছে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের অথবা তাদের সংগঠনগুলোর যে কোনো ভূমিকা আছে বা থাকতে পারে তার স্বীকৃতি নেই। আবার শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকের প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে না পারলে বা গুণগত মান নিশ্চিত করতে না পারলে শিক্ষক যে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন না— শিক্ষকদের মধ্যে এ উপলব্ধিও বলা চলে ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষক সংগঠনগুলোর যে পেশাগত দাবি উত্থাপন ও আদায় ছাড়াও শিক্ষার উন্নয়নে উদ্যোগ এবং কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন— অনেকের মধ্যেই সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই, একথা মনে করার কারণ আছে। পেশাগত দাবি নিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ ও দাবি আদায়ের কর্মসূচির বাইরে শিক্ষার উন্নয়নে, মান বৃদ্ধিতে শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রকাশ্য ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণের ইতিহাস, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলতে হবে। বড়জোর তিন দশকের। পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে পাঠদান করেন, শিক্ষার্থী তার কতটা অনুভবে নিতে পারল, আয়ত্ত করতে বা ধারণে সক্ষম হল, তার মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে কিনা অথবা কীভাবে হওয়া সম্ভব, তা নিয়ে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব দিতে দেখা যায় মাত্র দুই দশক আগে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে শিক্ষকদের পেশাগত ১৫ দফা দাবির সঙ্গে যুক্ত করে পরীক্ষা সংস্কারে ৭ দফা এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষাজীবন সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও শিক্ষকদের দাবিনামার অন্তর্ভুক্ত করে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা, অর্থ, পরিকল্পনা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়। এসব নিয়ে অর্থাৎ পরীক্ষা সংস্কার, শিক্ষা ও শিক্ষক উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা-পরবর্তী জীবিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ এসময় থেকে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এসব পদক্ষেপের কতটুকু সাফল্যের মুখ দেখেছে তা বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে ঠিকই; কিন্তু এসব ভাবনা ও উদ্যোগ যে উল্লেখযোগ্য তা মানতে হবে।

১৯৮৩ সালে কানাডিয়ান শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আমন্ত্রণে বিশ্বের তেরোটি দেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি অটোয়া ও নিউ ব্রান্সউইকসহ বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অংশ নেয়। আমি বাংলাদেশের শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি। এসময় শিক্ষক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে আমার আগের অনেক ভাবনা ও ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে পেশাগত দাবি আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে কীভাবে কর্মসূচি নিতে হয় সে সম্বন্ধে ধারণা লাভ করি। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পরবর্তী সময়ে আমেরিকান টিচার্স ফেডারেশনের সদস্যরা কীভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনায় দক্ষ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে, শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ প্রয়াস ও উদ্যমে শিক্ষার্থীর জীবন-জীবিকার দক্ষতা নিশ্চিত হয়, তার কিছুটা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়; যা আমার শিক্ষা ভাবনায় নতুন উপাদান যোগ করে। বিশেষ করে শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষা উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের আশপাশের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠন বর্তমানে এ ধারায় কাজ করলেও বাংলাদেশে আমরা এখনও যে অনেকটাই পিছিয়ে আছি তা স্বীকার করতে হবে।

এর কারণও আছে। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও সরকার থেকে শুরু করে অভিভাবক এবং দল-মত নির্বিশেষে অনেকেই মনে করেন, শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষকদের দাবি আদায় নিয়ে ব্যস্ত, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন বা মান বৃদ্ধি নিয়ে তাদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। সাক্ষরতাসহ শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিতে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করার খুব একটা উদ্যোগ সেজন্য দেখা যায় না। তবে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ। আমি মনে করি সরকার ও নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করতে হবে, শিক্ষার মান উন্নয়ন অথবা এসডিজির ৪ নম্বর লক্ষ্য রূপায়ণ, শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের কোনোটাই দক্ষ, প্রশিক্ষিত, যুগোপযোগী শিক্ষকের সৃজনধর্মী ফলপ্রসূ ভূমিকা ছাড়া সহজ নয়। আর সহজে শিক্ষকদের কাছে পৌঁছানোর কার্যকর মাধ্যম হতে পারে শিক্ষক সংগঠন। অন্যদিকে শিক্ষকের উপলব্ধিতে আসতে হবে, শিক্ষার জন্য শিক্ষক অপরিহার্য। এটা শুধু কথার কথা নয়। যে শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষাগুরু হিসেবে শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপনে সক্ষম, তিনিই তো অপরিহার্য। এর বিপরীত কিছু নয়। এ শিক্ষকের পক্ষে ইউনেস্কো ২০১৫ সালে জাতীয় শিক্ষক নীতির প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে। ২০১৬ সালে শিক্ষকের নেতৃত্বে, শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ ক্ষমতায়নে স্থানীয় বিজ্ঞজনদের অংশগ্রহণে বহিরাগত হস্তক্ষেপমুক্ত স্কুল লিডারশিপ অথবা প্রকৃত শিক্ষা সহায়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করেছে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা; ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)-এর চেয়ারম্যান*

ihdbd @yahoo.com